মাসিক বুলেটিন, সেপ্টেম্বর- ২০২৪
অনলাইন সংখ্যা-৩৫
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে দেশে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের অপারেশনাল কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে মাদকের অপব্যবহার, সরবরাহ হ্রাস এবং চোরাচালানে জড়িতদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, একই সাথে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট/২০২৪ মাসে সারা দেশে সর্বমোট ২৮৩১ টি অভিযান পরিচালনা করে ৪৪৯ টি মামলা রুজু এবং ৪৯৪ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে, যা মাদকবিরোধী সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট/২০২৪ মাসে মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ হয়েছে ১০১ টি, মাদকবিরোধী লিফলেট ৪০৮০টি বিতরণ হয়েছে, এক্রিলিক পিভিসি বোর্ড ৯৪ টি বিতরণ হয়েছে, স্টিকার ২৬৬ টি বিতরণ হয়েছে, মাদকবিরোধী স্লোগান সম্পর্কিত জ্যামিতি বক্স ৬১০ টি বিতরণ হয়েছে, মাদকবিরোধী স্লোগান সম্পর্কিত স্কেল ৪৮০ টি বিতরণ করা হয়েছে। ৬৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকের অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে । সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে ২২৩ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে ২৫৭৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারসহ বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারসমূহে আগস্ট/২০২৪ মাসে সর্বমোট ১১৫০ টি নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে, যা অধিদপ্তর কর্তৃক রুজুকৃত মামলা তদন্ত তরান্বিত করবে। আগস্ট মাসে “নৈতিকতা শুদ্ধাচার এবং আইন ও বিধিমালা, ফৌজদারী কার্যবিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮(সংশোধিত ২০২০) এবং অস্ত্র নীতিমালা-২০২৪, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত, “Basic Law Enforcement Skills (BLES) প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৪০১২০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোকে জ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান মহাপরিচালক জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে নানামুখী যুগোপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সফল করার জন্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলায় মাদক চোরাচালানের প্রকৃতি; প্রতিরোধে করণীয়

জনাব মো: আবুজাফর
সহকারী পরিচালক (অপারেশনস্)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

কুড়িগ্রাম বাংলাদেশের ৩২ টি সীমান্তবর্তী জেলার মধ্য একটি। জেলাটির সাথে ভারতের তিনটি রাজ্যে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ের সীমানা রয়েছে। ভারতের সাথে কুড়িগ্রাম জেলার সীমানা দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯৮ কিলোমিটার। জেলাটিতে নয়টি উপজেলা, ০১ (এক) টি নৌ-থানাসহ ১২ টি থানা রয়েছে। অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলার ন্যায় কুড়িগ্রাম জেলাও বেশ মাদকপ্রবণ। এখানে মাদক নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বিজিবি ১৫ , ২২ ও ৩৫ ব্যাটালিয়ন ও র‌্যাব নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলায় সচরাচর যে সকল মাদক পাওয়া যায়

কুড়িগ্রাম জেলায় বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত প্রায় সকল মাদক পাওয়া যায়। জেলাটিতে মাদকের মধ্যে গাঁজা, ফেন্সিডিল, মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, বিলাতী মদ, হেরোইন, সামান্য পরিমাণে ইনজেক্টিং ড্রাগ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, রেকটিফাইড স্পিরিট, ড্যান্ডি, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট ও হেরোইন অন্য জেলা হতে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করে, তবে অল্প পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট রৌমারী ও রাজিপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করে। ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত এলাকা দিয়ে সামান্য পরিমাণে হেরোইন জেলাটিতে প্রবেশ করে। এছাড়াও লাইসেন্স/পারমিট বলে ক্ষেত্রভেদে কিছু মাদক যেমন- দেশি মদ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, পেথিডিন ইনজেকশন, মরফিন ইনজেকশন, মরফিন এস. আর ট্যাবলেট ব্যবহার হয়ে থাকে।

কুড়িগ্রাম জেলায় মাদক চোরাচালোনের রুটসমূহ

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা

ব্রহ্মপুত্র নদীপথ- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
পাখীউড়া- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
যাত্রাপুর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।

নাগেশ্বরী উপজেলা

ধনিরামপুর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
কচাকাটা- গাঁজা, বিলাতি মদ, ফেন্সিডিল।
নাখারগঞ্জ- গাঁজা, বিলাতি মদ, ফেন্সিডিল (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপুর্ণ সীমান্ত)।
সিন্দুরমতি- গাঁজা, বিলাতি মদ, ফেন্সিডিল।
গাগলা- গাঁজা, বিলাতি মদ, ফেন্সিডিল।
ব্যাপারীর হাট- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।

রামখানা- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।

ভূরুঙ্গামারী উপজেলা

সোনাহাট- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ, সামান্য পরিমাণে হেরোইন (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
আন্ধারীঝাড়- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
তিলাই- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
কাজিয়ার চর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
বাঁশজানী- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ, সামান্য পরিমাণে হেরোইন (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
শিংঝাড়- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ, সামান্য পরিমাণে হেরোইন (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
জয়মনিরহাট- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
মানিককাজি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।
চর-ভূরুঙ্গামারী- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে হেরোইন (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
বাগভান্ডার- গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলাতি মদ।

ফুলবাড়ি উপজেলা

বালারহাট- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (সবচেয়ে বেশি গাঁজা এই সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে)।
বালাটারী- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
খলিশা কোটাল- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট ।
গোরকমন্ডল- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
ফুলমতি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।
কুরুষা- ফেরুষা- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
অনন্তপুর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
কাশিপুর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট (মাদক চোরাচালানে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত)।
পানিমাছকুটি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।
কুটি চন্দ্রখানা- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।
কাশিয়াবাড়ি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।
জুম্মারপাড়- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ।
গজেরকুটি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ।
বিদ্যাবাগীশ- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ।
গংগারহাট- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।
দাশিয়ারছড়া- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট।

রৌমারী

সাহেবের আলগা- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, কিছু পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
আলগারচর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
নওদাপাড়া- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
বেহুলার চর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
দাঁতভাঙ্গা- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
ছাটকড়াইবাড়ি- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
চর গয়টাপাড়া- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
খাটিয়ামারী- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
কাউয়ার চর- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।

চর রাজিবপুর

মিয়াপাড়া- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
বালিয়ামারী- গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।
বাউলপাড়া-গাঁজা, ফেন্সিডিল, স্কাফ সিরাপ, বিলাতি মদ, অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যামফিটামিন যুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট।

কুড়িগ্রাম হতে চোরাচালানকৃত মাদকের গন্তব্যস্থল

কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে আসা মাদকসমূহ লালমনিরহাট ও রংপুর জেলার উপর দিয়ে গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, টাংগাইলসহ বিভিন্ন জেলায় প্রবেশ করে থাকে। তবে কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে আসা অবৈধ মাদক সমূহের বেশিরভাগেরই মূল গন্তব্যস্থল রাজধানী।

কুড়িগ্রামে মাদক চোরাচালানের মাধ্যমসমূহ:

কুড়িগ্রাম জেলার নয়টি উপজেলার মধ্য কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, ভুরুংঙ্গামারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর সীমান্তবর্তী উপজেলা।

ক. পায়ে হেটে মাদক পরিবহণ: সাধারণত তার কাটার বেড়া জিরো পয়েন্ট লাগোয়া হয় না। জিরো পয়েন্টের ১৫০ মিটার পরে তারকাটার বেড়া থাকে। ঐ ১৫০ মিটারের মধ্যে ভারতের জনবসতি ও আবাদযোগ্য জমি থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশ অংশে জিরো পয়েন্ট লাগোয়া জনবসতি থাকে। দেশের মাদক ব্যবসায়ীরা তারকাটার বাইরে থাকা ভারতীয় বাড়ি থেকে কৌশলে মাদক সংগ্রহ করে পায়ে হেটে বস্তা, ব্যাগসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবসায়ীরা মূল রাস্তা ব্যবহার না করে দুর্গম রাস্তা ব্যবহার করে থাকেন। ফলে তারা মাদক পরিবহণে অনেকটাই সফল হন।

খ. ক্যারিয়ার/শেল্টারিং এর মাধ্যমে মাদক পরিবহণ: রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, ঢাকা ইত্যাদি জেলা থেকে কিছু খুচরা মাদক ব্যবসায়ী নিজে এবং টাকার বিনিময়ে মাঝারী ও বড় মাদক ব্যবসায়ীদের হয়ে মাদক পরিবহণের জন্য ক্যারিয়াররা মাদক আনতে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় আত্মীয়-স্বজন পরিচয়ে দুই-একদিন আগে মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়িতে অবস্থান নেয়। অনেকে অবশ্যই মাদক আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদক ব্যবসায়ীর পরিবারের সাথে বিবাহকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। সীমান্ত এলাকার মাদক ব্যবসায়ীরা ক্যারিয়ারদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন এবং তাদের সদা প্রস্তুত রাখেন। অন্যদিকে তারা মাদকের চালানের খোঁজ-খবর রাখেন। চালান পাওয়া মাত্রই ক্যারিয়ারকে মাদক সেটিং করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মাদকের চালান খুব অল্প সময়ের জন্য ঐ মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়িতে থাকে। যার কারণে এসব চালানের তথ্য পাওয়া মাত্র অভিযান করেও সফল হওয়া যায় না। এভাবে ক্যারিয়াররা বিভিন্ন মাধ্যমে যাত্রী হয়ে মাদক নিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছান।

গ. যানবাহনের মাধ্যমে মাদক পরিবহণ: বড় যানবাহনের মাধ্যমে মাদক পরিবহণের ক্ষেত্রে মাদক ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ সময়ে গভীর রাতকে বেছে নেন। যানবাহনের মাধ্যমে মাদক পরিহনের ক্ষেত্রে মাদক ব্যবসায়ীরা সাধারণত বাইসাইকেল, অটোরিকশা, ইজিবাইক, মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, কার্ভাড ভ্যান, মালবাহী ট্র্যাক, এ্যম্বুলেন্স ইত্যাদি মাধ্যমকে বেছে নেন। যানবাহনে মাদক সেট করার জন্য তারা গভীর রাতকে বেছে নেন। সীমান্ত দিয়ে গভীর রাতে মাদক আসার সাথে সাথে তারা লোক চক্ষুর আড়ালে বাঁশঝাড় বা যেখানে মানুষের আনাগোনা কম এমন জায়গাতে যানবাহন সমূহে মাদক সেট করেন, সেট করার পর সুযোগ পাওয়া মাত্রই রাতেই মাদক নিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে চলে যান।

ঘ. বডি ফিটিং এর মাধ্যমে মাদক পরিবহণ: বডি ফিটিং এর মাধ্যমে সাধারণত মাদকের মাঝারী ও ছোট চালান সমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে ক্যারিয়াররা সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন পরিচয়ে দুই/একদিন আগে অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সহযোতিায় তারা দেহের বিভিন্ন অংশে মাদক সেট করেন। তারপর, সুযোগ বুঝে এসকল ক্যারিয়াররা তাদের গন্ত্যবে মাদক পৌঁছে দেন।

ঙ. নদী পথে মাদক পরিবহণঃ কুড়িগ্রাম জেলায় প্রায় ১৬ টি নদ-নদী রয়েছে। এই নদী গুলোর বেশিরভার প্রতিবেশি দেশ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীগুলোর প্রবেশপথ ও পার্শ্ববতী এলাকায় প্রায় ৬৫ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে কোন তার কাটার বেড়া নেই। বিভিন্ন মাদকের চালান অনেক সময় গভীর রাতে নদী পথে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশি অংশে মাদক ব্যবসায়ীরা নৌকার সাহায্যে তা সংগ্রহ করে নদী পথের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় মাদক পরিবহণ করে থাকেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ত নৌকা বা স্পিডবোট না থাকায়, তারা নদী পথের মাধ্যমে বড় বড় মাদকের চালান জব্দ করতে সক্ষম হন না।

চ. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাধ্যমে মাদক পরিবহণঃ মাদক ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ সময়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে/মেয়েদের দ্বারা মাদক পরিবহণ করে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্করা খুব সহজে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রদেয় টাকার লোভে আকৃষ্ট হন। মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করে থাকেন। মাদক মামলায় জেলে গেলে তাদেরকে জামিনের ব্যবস্থা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্করা আবেগী হওয়ায় মাদক

ব্যবসায়ীরা তাদের বেশি টার্গেট করেন। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে/মেয়ের কিছুটা সহানুভূতির চোখে দেখেন বিধায় তারা মাদক ব্যবসায়ীদের মাদক পরিবহণের মূল লক্ষ্যে পরিণত হন।

ছ. মহিলাদের দ্বারা মাদক পরিবহণঃ বর্তমান সময়ে মহিলাদের দিয়ে মাদক বহনের কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলারা পর্দাবৃত করে শরীরে খুব সহজে মাদক বহন করতে পারেন। দিক-নির্দেশনা ও নজরদারির জন্য বেশিরভাগ সময় মহিলাদের সাথে একজন পুরুষ থাকেন তাদের সাথে মাদক থাকে না । এছাড়াও অনেক সময় তাদের কোলে ছোট বাচ্চা থাকে। ফলে প্রায়শই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের সন্দেহ করেন না। আবার তারা সহানুভূতি তৈরিতে সফল হন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মহিলারা ধৃত হলেও তাদের সাথে আসা পুরুষদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। কেননা তারা পাবলিক পরিবহণে থাকেন। অভিযান পরিচালনার সময় তারা কেউ কাউকে চিনেন না। আবার পুরুষদের কাছে মাদক না থাকায় তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না।

কুড়িগ্রাম জেলায় মাদক চোরাচালান ও অপব্যবহার বন্ধে করণীয়/সুপারিশসমূহ

১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন করে জনবল বৃদ্ধি, সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহে অফিস স্থাপন, যানবাহন বৃদ্ধিসহ লজিস্টিক সাপোর্ট বাড়াতে হবে।

২। রৌমারী-চর রাজিবপুর উপজেলা দুটি সম্পূর্ণ নদী দ্বারা বিছিন্ন হওয়ায় সহজে যাতায়াত ও নদী পথে মাদক চোরাচালন বন্ধ করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রামকে স্পিডবোট প্রদান করতে হবে।

৩। কুড়িগ্রাম জেলার যে সকল সীমান্ত এলাকায় কোন কাটাতারের বেড়া নাই, সে সকল সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিবেশি দেশকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২। মাদক প্রসারে শুধু আমরাই দায়ী না এর সাথে international Conspiracy জড়িত, তার উপর নজর দিতে হবে।
৩। No Man’s Land সীমান্তে নজরদারি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।
৪। ভারতীয় Law Enforcement Agency গুলোর সাথে নিয়মিত বৈঠক ও তথ্য আদান প্রদান করতে হবে।
৫। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদেরকে কোন রাজনৈতিক দলে পদ দেয়া যাবে না।
৬। যারা বর্ডার এলাকায় মাদক সেবন করতে যায়, ফেরত আসার পথে কুলাঘাট ব্রীজ এবং নাগেশ্বরী-কুড়িগ্রাম পাকা সড়কে আকস্মিক চেক পোস্ট বসিয়ে তাদের ডোপ টেস্ট করিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।
৭। পরিবহন খাতের লোকজনের (চালক, সহকারী ও অন্যান্য) ডোপ টেস্ট এর আওতায় আনতে হবে।
৮। সীমান্তে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে বিজিবি’র যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
৯। সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।
১০। মাদক আইন সংশোধন করে কেউ যেন ০২(দুই) বছরের আগে জামিন না পায় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১১। মাদকের স্পটসমূহ চিহ্নিত করে বেশি বেশি ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করতে হবে।
১২। মাদকের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনের অধীনে জেলায় কমপক্ষে ০১(এক) জন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
১৩। মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রস্তুত করে জেলার সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।
১৪। অযথা ঘোরাফেরা ও রাতে আড্ডা বা মাদক সেবন বন্ধ করতে স্থানীয় হাট-বাজারের সকল প্রতিষ্ঠান/দোকানপাট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে হবে।
১৫। পৃথক ট্রাইব্যুনালে মাদক মামলার দ্রুত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
১৬। হতাশাগ্রস্থ মাদকাসক্তদের জন্য কর্মসৃজনের ব্যবস্থাসহ তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহযোগিতা করতে হবে।
১৭। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য জেলা শহরে সরকারীভাবে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৮। প্রয়োজনে বিবাহের ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১৯। ক্যাবল অপারেটরদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।
২০। মাদক সেবন বন্ধে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্পোর্টিং ক্লাব এবং আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।
২১। মাদকাসক্তির কুফল, অপরাধ, শাস্তি ইত্যাদি আলোচনার জন্য সান্ধ্যকালীন উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ।
২২। প্রথম শ্রেণি থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত সর্বস্তরে ধর্মীয়, নৈতিক, মূল্যবোধ ও সুশাসনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
২৩। ছাত্র/ছাত্রীদের মাদক সেবন বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্টানে বিদ্যমান সকল ক্লাব সক্রিয় করতে হবে।

— x —

Md. Ahsanul Kabir Bulbul
Assistant Director (Research & Publication)
Head Office, Department of Narcotics Control

Potential Technical and legislative Challenges for illicit drugs control in Bangladesh

With the advancement of technology day by day, there may arise new patterns of challenges regarding narcotics control for which adequate research and preparatory steps need to be incorporate with the national policy, creating adaptable form of logistics support, settlement of infrastructural facility etc. Future potential challenges may be like-

- Electronic money-laundering due to illicit drug trading may increase with the advancement of online financial service facilities provided by the concerned companies, especially if actions against money-laundering do not get sufficient focus and support and offshore companies continue to offer anonymity and protection from investigation by upgrading technology.
- If digital surveillance systemare not introduced at the developing countries in near future online based crime originated from illicit drugs may increase. In this case, young people can engage in drug related illegal criminal group in spite of not being attended offline meeting and not being present physically.
- One of the most potential alarming issue may arise that criminal organizations may exploit scientific advantages with a view to investing for the production of synthetic drugs for the illicit market.
- Law enforcement may have less capacity to conduct interception and surveillance activities as drug trafficking organizations increasingly adopt encryption and other means of modus operandi.
- Jurisdictions without adequate laws against crime involving information technology may become sanctuaries.
- Traditional frameworks for extradition and mutual legal assistance may be stretched to their limits.

Addressing existing and potential Challenges:

To overcome the challenges for the developing countries like Bangladesh need to initiate extensive research according to the following recommendations to explore sustainable solutions on the basis of the findings-

- Introducing Digital Surveillance system with sufficient technical manpower and equipment can develop the adaptive capacity with updated technology based drug trafficking.
- In the United States of America, The Counterdrug Technology Assessment Center of the Office of National Drug Control Policy supports scientific and technological research and development for the benefit of drug law enforcement agencies. Bangladesh government can initiate available steps for such kind of establishment to enhance capability for establishing the motto about creating drug addiction free Bangladesh.
- Digital Forensic Laboratory can pave the way of exploring the application of computer technology for handling seizures and evidence to retrieve information for investigative or intelligence purposes which will increase the success rate of operation of DNC, Bangladesh and other law enforcing agencies regarding combating against production, trafficking of illicit drugs.
- Updating appropriate procedural and substantive laws with crimes committed in an electronic environment need to be ensured at the national level to deal.

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট/২০২৪ মাসে পরিচালিত অভিযান, দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারকৃত আসামি ও উদ্ধারকৃত আলামতের বিবরণ:

বিভাগের নাম	মামলা	আসামি	আলামত: মাদকদ্রব্য	অন্যান্য জব্দকৃত
ঢাকা বিভাগ	১৩১	১৫১	ইয়াবা-১১৯১২ পিস, হেরোইন-০.০৭৫ কেজি, গাঁজা- ৬৯.৯১২ কেজি, গাঁজা কুশ ০.১৪৫ কেজি, বিদেশী মদ-০৩ বোতল, ফেন্সিডিল-৬২ বোতল, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট-১০০ পিস, সালসা-২০৩৩ লিটার	মোবাইল সেট - ০৬ টি যানবাহন - ০১ টি নগদ অর্থ—১,২৮,০০০/-
চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৯	৭৫	ইয়াবা-৭০৪০৩ পিস, , গাঁজা- ১২.৭৩ কেজি, , বিদেশী মদ-২০ বোতল, চোলাই মদ- ৬০ লিটার	-
খুলনা বিভাগ	৬১	৬৩	ইয়াবা-৩৭৫০ পিস, হেরোইন-০.০০৫ কেজি, গাঁজা- ০৪.৯৬ কেজি, গাঁজা গাছ- ০৩ টি, চোলাই মদ-০৫ লিটার, ফেন্সিডিল-৬৩ বোতল, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট-২২৪ পিস, পিস্তল-০১ টি।	যানবাহন – ০১ টি নগদ অর্থ—১১০০০০/-
রাজশাহী বিভাগ	৮৮	৯৮	ইয়াবা-৭৬৯৮ পিস, হেরোইন-০.২৩৬ কেজি, গাঁজা- ৫২.০০৫ কেজি, , চোলাই মদ-০৬.৭৫ লিটার, ফেন্সিডিল- ৪১১ বোতল, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট-১০৫০৫ পিস	যানবাহন - ০২ টি মোবাইল সেট - ০৮ টি নগদ অর্থ-- ৩১০০/-
সিলেট বিভাগ	২৩	২৩	ইয়াবা-৩২ পিস, গাঁজা- ৪.৩৪ কেজি	----
বরিশাল বিভাগ	১৩	১৩	ইয়াবা-২৫ পিস, গাঁজা- ০.১৬৫ কেজি, ফেন্সিডিল- ০১ বোতল।	----
ময়মনসিংহ বিভাগ	১১	১৩	গাঁজা- ৪৮.৫০৫ কেজি, চোলাই মদ-০৫ বোতল, বিদেশী মদ-৩৪ লিটার, জাওয়া-৪৩০।	---
রংপুর বিভাগ	৩৪	৩৭	ইয়াবা-২৫ পিস, হেরোইন-০.০০১ কেজি, গাঁজা- ১৮.১১ কেজি, বিদেশী মদ-১৯ বোতল, চোলাই মদ-০৫ লিটার, ফেন্সিডিল-১৮৩ বোতল, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট-২৯৫ পিস।	যানবাহন – ০১ টি
গোয়েন্দা	১৯	২১	ইয়াবা-১৩৯৪৭ পিস, গাঁজা- ১১.৬ কেজি, চোলাই মদ-১২৮ লিটার, টাপেন্টাডল ট্যাবলেট-১০০০ পিস।	মোবাইল সেট - ০৪ টি নগদ অর্থ-- ৩৯৬২০/-

সূত্রঃ অপারেশন অধিশাখা, ডিএনসি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আগস্ট/২০২৪ মাসে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা:

ক্র: নং	কোর্সের নাম ও প্রশিক্ষণের স্থান	তারিখ	সংখ্যা	১ম শ্রেণি (ঘন্টা)	২য় শ্রেণি (ঘন্টা)	তৃতীয় শ্রেণি (ঘন্টা)	৪র্থ শ্রেণি (ঘন্টা)
০১.	“নৈতিকতা শুদ্ধাচার এবং আইন ও বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ” স্থান: অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-২)	০৪ আগস্ট ২০২৪	৪০	৪০×৫= ২০০ ঘন্টা	----		---

ক্র: নং	কোর্সের নাম ও প্রশিক্ষণের স্থান	তারিখ	সংখ্যা	১ম শ্রেণি (ঘন্টা)	২য় শ্রেণি (ঘন্টা)	তৃতীয় শ্রেণি (ঘন্টা)	৪র্থ শ্রেণি (ঘন্টা)
০২.	“ফৌজদারী কার্যবিধি, মাদকাদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮(সংশোধিত ২০২০) এবং অস্ত্র নীতিমালা-২০২৪ বিষয়ক প্রশিক্ষণ” স্থান: অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-২)	১২ আগস্ট ২০২৪	৪০	৪০×৫= ২০০ ঘন্টা	---		
০৩.	“শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ” স্থান: অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-২)	২১ আগস্ট ২০২৪	২৮	২৮×৫= ২০০ ঘন্টা	------	----	---
০৪.	“Basic Law Enforcement Skills (BLES) বিষয়ক প্রশিক্ষণ” স্থান: বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা রাজশাহী।	২৮ জুলাই ২০২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০২৪	২৯০	---	-----	২৯০×৮×৯০ = ২০৮৮০০ ঘন্টা	----
			মোট	৬০০ ঘন্টা	০ ঘন্টা	ঘন্টা ৩৯৫২০	০ ঘন্টা

সূত্র: প্রশাসন অধিশাখা, ডিএনসি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আগস্ট/২০২৪ মাসের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (বিভাগ ভিত্তিক):

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ	বরিশাল	মোট
মাদক বিরোধী সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ অপারেশন কালে বক্তৃতা।	২৭	০৮	০৬	১৮	০৭	০৩	০৮	০০	৭৭
মাদক বিরোধী লিফলেট বিতরণ	১০৩০	৭৬৫	৩০০	১৯০	৭৪৫	৩০০	৫৫০	২০০	৪০৮০
মাদক বিরোধী এক্রিলিক পিভিসি বোর্ড বিতরণ	০০	২৪	০৫	০০	০০	৬৫	০০	০০	৯৪
মাদক বিরোধী স্টিকার বিতরণ	০০	১১১	১০০	০০	০০	৫৫	০০	০০	২৬৬
মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স বিতরণ	৫০	০০	৫০	৬০	০০	২০০	২৫০	০০	৬১০
মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্কেল বিতরণ	৫০	০০	১০০	৮০	০০	০০	২৫০	০০	৪৮০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মাদকবিরোধী আলোচনা সভা / বক্তৃতা।	০৭	৪১	০৬	০১	০৪	১২	০২	০০	৫৬
ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কিত তথ্যের ফিচার এবং টিভিসি/স্ক্রল নিউজ প্রচার ।	প্রধান কার্যালয়	০৩							০৩

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা, ডিএনসি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আগস্ট/২০২৪ মাসে মামলার নমুনা পরীক্ষার পরিসংখ্যান:

বিভাগ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	বাংলাদেশ পুলিশ	রেলওয়ে পুলিশ	অন্যান্য	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন		সর্বমোট	মন্তব্য
					পজেটিভ	নেগেটিভ		
ঢাকা	১৬৮	৮৪	-	-	২৫২	-	২৫২	-
ময়মনসিংহ	৩৮	-	-	-	৩৮	-	৩৮	-
রাজশাহী	৯০	-	-	-	৯০	-	৯০	-
রংপুর	২২	-	-	-	২২	-	২২	-
খুলনা	৩৩	-	-	-	৩৩	-	৩৩	-
বরিশাল	০২	-	-	-	০২	-	০২	-
চট্টগ্রাম	০০	-	-	-	০০	-	০০	-
সিলেট	৩০	-	-	-	৩০	-	৩০	-
অন্যান্য	৩৫	-	-	-	৩৫	-	৩৫	-
মোট	৪১৮	৮৪	০০	০০	৫০২	০০	৫০২	-

সূত্র: কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ডিএনসি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আগস্ট/২০২৪ মাসে মামলার নমুনা পরীক্ষার পরিসংখ্যান:

সংস্থা	জুলাই/২৪ মাসে পেন্ডিং নমুনা	আগস্ট/২৪ মাসে প্রাপ্ত এডভাইস/ ফরোয়াডিং	জুন/২৪ মাসে গৃহীত নমুনা সংখ্যা	মোট নমুনা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন		সর্বমোট	নমুনা পরীক্ষণের অপেক্ষায়
					পজেটিভ	নেগেটিভ		
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১৪	৫১	৬৪	৭৮	৫৫	-	৫৫	১০
বাংলাদেশ পুলিশ	০১	৫০	৬৩	৬৪	২০	-	২০	৪২
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	-	-	-	-	-	-	-	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড	০১	-	-	-	-	-	-	০১
কাস্টমস	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১৬	১০১	১২৭	১৪৩	৭৫	-	৭৫	৫৩

সূত্র: বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র কর্তৃক আগস্ট/২০২৪ মাসে চিকিৎসা সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান :

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর পরিসংখ্যান			
কেন্দ্রের নাম	নতুন	পুরাতন	মোট
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।	৬৪ জন	৫৩ জন	১১৭ জন
বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী।	২১ জন	১২ জন	৩৩ জন
বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ,চট্টগ্রাম।	৪৩ জন	৩০ জন	৭৩ জন

সূত্র: চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা, ডিএনসি

০২ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত টকশোতে অংশগ্রহণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

২০ আগস্ট ২০২৪ তারিখ জেলা কার্যালয় বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে ১৫ কেজি গাঁজাসহ ৩ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়।

২০ আগস্ট ২০২৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি মহোদয় কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন।

২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখ জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক ০১ টি 9 mm পিস্তল, ০১ টি ম্যাগজিন, ০৪ রাউন্ড গুলি ও ০২ টি দেশীয় অস্ত্রসহ একজন আসামি গ্রেফতার করা হয়।

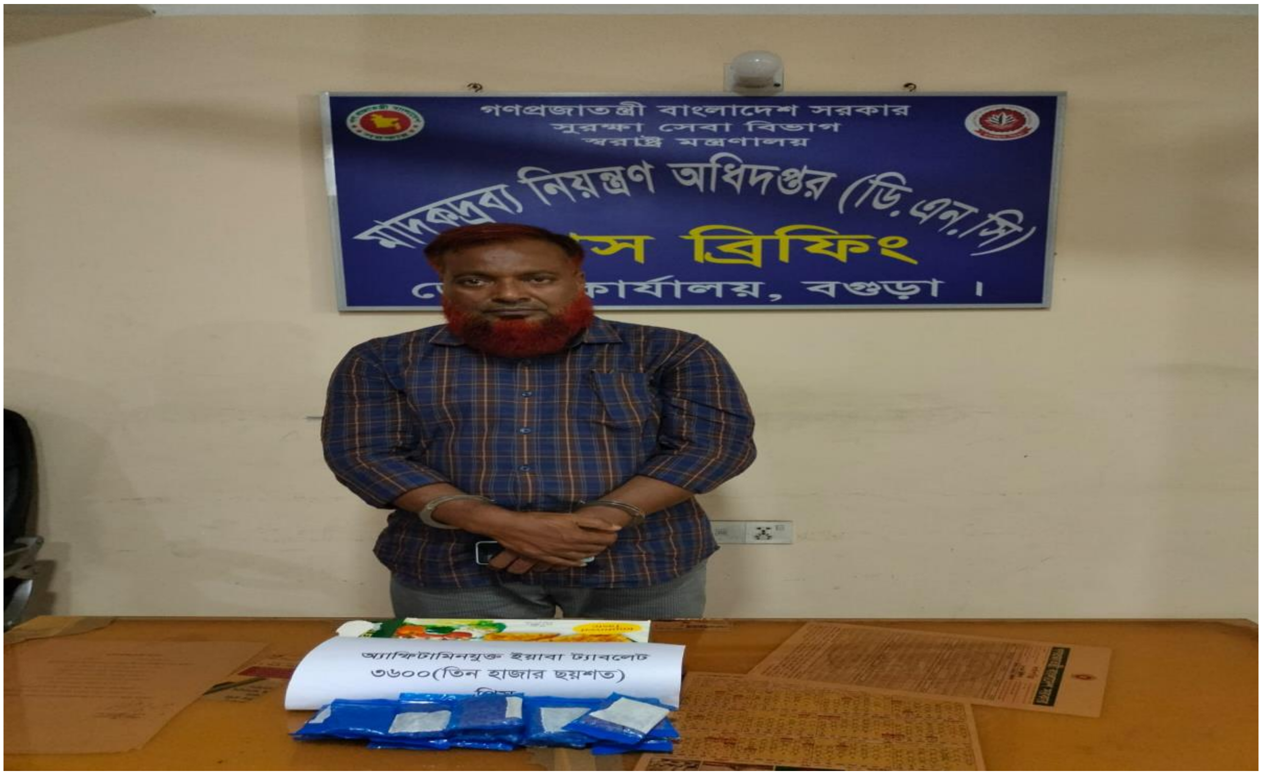

২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে ৩৬০০ পিস ইয়াবাসহ একজন আসামি গ্রেফতার করা হয়।

২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ ঢাকা (মেট্রো) কার্যালয় দক্ষিণ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে ৬৪.৯৫ লিটার ক্যানাবিস মিশ্রিত সালসা জুস এবং ৯৬.২৫ লিটার মাদকদ্রব্য মিশ্রিত ক্যাফেইনযুক্ত সালসা জুসসহ দুইজন আসামি গ্রেফতার করা হয়।

সূত্র: জনসংযোগ শাখা, ডিএনসি